সমকাল

তারিখ ... 05 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

● শিক্ষা

জোয়ার ভাটার স্কুল!

■ রিপন কর্মকার, *দশমিনা (পটুয়াখালী)*

দশমিনা উপজেলার ১২৫ নম্বর চরশাহজালাল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি উপজেলার মধ্যে খেলাধুলা ও লেখাপড়ায় সেরা। তবে ছাত্রছাত্রীদের দুর্ভোগের অন্ত নেই এখানে। বিশ্বাস করার উপায় নেই, উপজেলার অনেক স্বনামধন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে সেরা এ বিদ্যালয়টি। তেঁতুলিয়ার বুক চিরে জেগে ওঠা দশমিনা উপজেলার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন চরশাহজালালের এ বিদ্যালয়টি ২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় শতভাগ পাস, বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা ফুটবলে উপজেলা ও জেলায় দু'বারের চ্যাম্পিয়ন, উচ্চ লাফ প্রতিযোগিতায় জাতীয়ভাবে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। কিন্তু প্রতিদিন তেঁতুলিয়া নদীর জোয়ারের পানিতে বিদ্যালয়টি ডুবে থাকে আর ভাটায় জেগে ওঠে। বিদ্যালয়ের সঙ্গে কোনো সড়ক যোগাযোগ না থাকায় অধ্যয়নরত ১৫৬ ছাত্রছাত্রী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নৌকা অথবা কলার ভেলায় করে বিদ্যালয়ে যাতায়াত করে। নিজেদের আদরের সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে অভিভাবকরা থাকেন উৎকণ্ঠায়। চরের বাসিন্দা রাবেয়া বেগম জানান, তার সন্তানকে স্কুলে পাঠিয়ে তিনি চিন্তার মধ্যে থাকেন– কখন সন্তান বিদ্যালয় থেকে নিরাপদে বাড়ি ফিরবে? সম্প্রতি ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুর আঘাতে বিদ্যালয়ের টিনশেড ভবনটি বিধ্বস্ত হলে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। তবে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. রুহুল আমীন জানান, এলাকাবাসীর অনুরোধে পাশের মসজিদের ভেতরে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর খণ্ডকালীন ক্লাস নেওয়া হচ্ছে। বিদ্যালয়ের সভাপতি মোসলেম উদ্দিন জানান, উপজেলা সদরে যেতে নৌকায় ৭-৮ ঘণ্টা ও ট্রলারে ৩-৪ ঘণ্টা সময় লাগে বলে কোনো শিক্ষকই এখানে চাকরি করতে চান না। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আবুল বাসার জানান, বিদ্যালয়টির ব্যাপারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে। ইউএনও আজহারুল ইসলাম জানান, এলাকাটি দুর্গম হওয়ায় একটু সমস্যা হচ্ছে। তবে অচিরেই বিদ্যালয়টির সমস্যার সমাধান করা হবে।